বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
বান্দরবান।
(Web: ksibandarban.portal.gov.bd, Facebook: Ksi Bandarban)

রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী অনলাইনভিত্তিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১'এর বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৫ বৈশাখ ১৪২৮, ০৮ মে ২০২১ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিয়ে **রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী অনলাইনভিত্তিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১** কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আগ্রহী ছাত্রছাত্রী ও শিল্পীগণকে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

শাখা	প্রতিযোগীর শ্রেণি	প্রতিযোগিতার বিষয়	
'ক'	প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ছাত্রছাত্রী	১)	রবীন্দ্র সংগীত
		২)	কবিতা আবৃত্তি : বীরপুরুষ কবি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		৩)	চিত্রাঙ্কন : পেন্সিল স্কেচ (রবীন্দ্র প্রতিকৃতি)
		৪)	বক্তৃতা : আমার প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		৫)	রচনা : আমার প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
'খ'	উচ্চ বিদ্যালয় ও জুনিয়র হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী	১)	রবীন্দ্র সংগীত
		২)	কবিতা আবৃত্তি : আষাঢ় কবি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		৩)	চিত্রাঙ্কন : পেন্সিল স্কেচ (রবীন্দ্র প্রতিকৃতি)
		৪)	বক্তৃতা : নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		৫)	রচনা : নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
'গ'	কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী	১)	রবীন্দ্র সংগীত
		২)	কবিতা আবৃত্তি : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		৩)	চিত্রাঙ্কন : পেন্সিল স্কেচ (রবীন্দ্র প্রতিকৃতি)
		৪)	বক্তৃতা : বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		৫)	রচনা : বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি

ক) বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীগণ নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে, স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন বা শিল্পী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত শিল্পীগণ নিজ নিজ সংগঠন বা গোষ্ঠীর প্রধানের মাধ্যমে এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার বাসিন্দা তবে দেশের অন্যত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত এমন ছাত্রছাত্রীগণ সরাসরি এ ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখায় অফিস চলাকালে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নাম জমাদান করতে পারবে (চিত্রাঙ্কন ও রচনা ব্যতীত)। dir.ksibban@gmail.com ঠিকানায় ই-মেইলযোগে এবং Ksi Bandarban ফেসবুক প্রোফাইলে মেসেঞ্জার মারফতও নাম জমাদান করা যাবে। নাম জমাদানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীর নাম, স্কুল পর্যায়ে হলে অধ্যয়নরত শ্রেণি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হলে বর্ষ ও ডিগ্রির নাম (স্নাতক বা সম্মান অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নাম এবং বিভাগের নাম), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং প্রতিযোগিতার বিষয় উল্লেখ করতে হবে। এছাড়াও মোবাইল ফোনের নম্বর এবং ফেসবুক আইডি জমাদান করতে হবে। E-mail ঠিকানাও দেওয়া যাবে।

খ) প্রতিযোগীগণের নিজস্ব Laptop অথবা Android Phone বা Smart Phone থাকা কিংবা অনুরূপ সরঞ্জাম ব্যবহারের সুবিধা থাকা আবশ্যক।

গ) চিত্রাঙ্কন ও রচনা ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীগণের নাম জমাদানের শেষ সময়সীমা : ০৪ মে **২০২১ মঙ্গলবার**।

ঘ) চিত্রাঙ্কন ও রচনা ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ের প্রতিযোগিতাই অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে। **রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী অনলাইনভিত্তিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১ Zoom Meeting ID 338 173 4174 Passcode 123456** লিঙ্কে সংযুক্ত হয়ে প্রতিযোগীগণকে নিজ নিজ বাসা কিংবা সুবিধাজনক অবস্থান থেকে অনলাইনে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রতিযোগিতার জন্য নাম জমাদানকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার সরাসরি লিঙ্ক প্রতিযোগীর ফেসবুক আইডিতে মেসেঞ্জার মারফত প্রেরণ করা হবে।

ঙ) চিত্রাঙ্কনের ছবি ও রচনা হার্ডকপি আকারে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এ ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখায় অফিস চলাকালে প্রেরণ/ জমাদান করতে হবে। বিলম্বে প্রাপ্ত ছবি বা রচনা বাতিল বলে গণ্য হবে।

চ) রচনা প্রতিযোগীর স্বরচিত হতে হবে। রচনা A4 সাইজের সাদা কাগজে নিজ হাতে স্পষ্ট অক্ষরে লিখে 'পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান'এর বরাবরে পাঠাতে হবে/ জমা দিতে হবে। একাধিক কাগজ ব্যবহার করা যাবে। তবে কাগজের উভয় পৃষ্ঠা ব্যবহার করা যাবে না; করলে অযোগ্য বা ডিসকোয়ালিফাইড বলে গণ্য হবে। রচনার শব্দ সংখ্যা ক-শাখায় ২৫০-৩০০ শব্দ, খ-শাখায় ৪০০-৪৫০ শব্দ এবং গ-শাখা ৫৫০-৬০০ শব্দ হতে হবে; অন্যথায় প্রতিযোগিতার জন্য অযোগ্য বা ডিসকোয়ালিফাইড বলে গণ্য হবে। মূল রচনার কোন পৃষ্ঠায় প্রতিযোগীর নাম বা পরিচিতি লিখা যাবে না। রচনার সাথে পৃথক কাগজে প্রতিযোগীর নাম, স্কুল পর্যায়ে হলে অধ্যয়নরত শ্রেণি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হলে বর্ষ ও ডিগ্রির নাম (স্নাতক বা সম্মান অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নাম এবং বিভাগের নাম), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা, মোবাইল ফোনের নম্বর ও ফেসবুক আইডি লিখে এবং তাতে তারিখসহ স্বাক্ষর করে পাঠাতে হবে।

ছ) প্রতিযোগীর নিজ হাতে চিত্রাঙ্কন করতে হবে। ১১" × ১৬" সাইজের কার্টিজ পেপারে চিত্রাঙ্কন করে 'পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান'এর বরাবরে পাঠাতে হবে/ জমা দিতে হবে। চিত্রাঙ্কনের কাগজের কোন পৃষ্ঠায় প্রতিযোগীর নাম বা পরিচিতি লিখা যাবে না। ছবির সাথে পৃথক কাগজে প্রতিযোগীর নাম, স্কুল পর্যায়ে হলে অধ্যয়নরত শ্রেণি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হলে বর্ষ ও ডিগ্রির নাম (স্নাতক বা সম্মান অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নাম এবং বিভাগের নাম), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা, মোবাইল ফোনের নম্বর ও ফেসবুক আইডি লিখে এবং তাতে তারিখসহ স্বাক্ষর করে পাঠাতে হবে।

জ) প্রতিযোগিতার সকল বিষয়ই একক প্রতিযোগীর। তবে প্রতিটি বিষয়ে অন্যূন ৩ জন প্রতিযোগী থাকতে হবে।

ঝ) একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক ৩টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ৩টির অধিক বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগীর সকল ফলাফল বাতিল করা হবে।

ঞ) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ শিল্পী গোষ্ঠী থেকে একটি বিষয়ে অনধিক ৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ট) এক শাখার প্রতিযোগী অন্য শাখার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

ঠ) কবিতা মুখস্থ আবৃত্তি করতে হবে; অন্যথায় আবৃত্তির জন্য অযোগ্য বা ডিসকোয়ালিফাইড বলে গণ্য হবে।

ড) লিখিত বক্তৃতা পাঠ করা যাবে না; লিখিত বক্তৃতা পাঠ করলে অযোগ্য বা ডিসকোয়ালিফাইড বলে গণ্য হবে।

ঢ) প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ের মান নির্ধারণকারী বিচারক কমিটিসমূহ কর্তৃক ঘোষিত ফলাফলই চূড়ান্ত।

ণ) প্রতিযোগিতার প্রতিটি শাখায় প্রতিটি বিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং প্রতিটি শাখার জন্য সার্বিক নৈপুণ্যের ভিত্তিতে 'গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান' পুরস্কার প্রদান করা হবে। তবে কমপক্ষে একটি বিষয়ে প্রথম পুরস্কার না পেলে কিংবা একাধিক বিষয়ে পুরস্কার না পেলে 'গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান' পুরস্কার প্রদান করা হবে না। পয়েন্ট বণ্টন : প্রথম ৫, দ্বিতীয় ৩ এবং তৃতীয় ১।

ত) প্রতিযোগিতায় কিংবা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রতিযোগীকে যাতায়াত অথবা অন্যান্য রাহা খরচ বাবদ কোন প্রকার টিএ/ ডিএ/ ভাতা প্রদান করা হবে না।

থ) বিজয়ী প্রতিযোগীগণকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্বয়ং হাজির হয়ে নিজ নিজ পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র গ্রহণ করতে হবে।

দ) পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কেবল পুরস্কার বিজয়ী প্রতিযোগীগণকে (চিত্রাঙ্কন ও রচনা ব্যতীত) পুরস্কার ও প্রশংসা পত্রের সাথে অনলাইন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকালীন মোবাইল ডাটা বাবদ জনপ্রতি ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রদান করা হবে।

ধ) পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য সময়সূচি : প্রতিযোগিতার ফলাফলের সাথে জানিয়ে দেওয়া হবে।

প্রতিযোগিতার সময়সূচি

তারিখ ও বার	সময়	প্রতিযোগিতার বিষয়
০৫ মে ২০২১ বুধবার	সকাল ১০.০০টা (আরম্ভ)	কবিতা আবৃত্তি (নির্ধারিত কবিতা)
	দুপুর ০২.৩০টা (আরম্ভ)	বক্তৃতা (নির্ধারিত বিষয়ে)
	বিকাল ০৫.০০টা (হার্ডকপি জমাদানের শেষ সময়সীমা)	রচনা (নির্ধারিত বিষয়ে)
		চিত্রাঙ্কন : পেন্সিল স্কেচ (রবীন্দ্র প্রতিকৃতি)
০৬ মে ২০২১ বৃহস্পতিবার	সকাল ১০.০০টা (আরম্ভ)	রবীন্দ্র সংগীত

২৯.০৪.২০২১

(মং নু চিং)
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন : (০৩৬১)-৬২৪২৪
E-mail: dir.ksibban@gmail.com

২৯/৪/২১

নং - ক্ষুসাই/বা-বান/সঃ ২২/২০১৯/ ৭৪৩ তারিখ : ২৯ এপ্রিল ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য :-

১। মাননীয় চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।
২। জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৩। জনাব সিংইয়ং ম্রো, আহ্বায়ক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বিষয়ক কনভেনিং কমিটি ও সম্মানিত সদস্য, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও সংবাদ বিজ্ঞপ্তি আকারে ব্যাপক প্রচারের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :-

৪। আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।
(দৃষ্টি আকর্ষণ : বার্তা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান)
৫। জেলা শিক্ষা অফিসার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৬। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৭। জেলা তথ্য অফিসার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৮। _____
_____

২৯.০৪.২০২১

(মং নু চিং)
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

২৯/৪/২০২১

নং - ক্ষুসাই/বা-বান/সঃ ২২/২০১৯/ ৭৪৬ তারিখ : ২৯ এপ্রিল ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :-

০১। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৩। উপসচিব, পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৪। _____

সম্মানিত সদস্য, নির্বাহী পরিষদ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :-

০৫। মেয়র, বান্দরবান/লামা পৌরসভা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

০৬। চেয়ারম্যান, বান্দরবান সদর/রোয়াংছড়ি/রুমা/থানচি/লামা/আলীকদম/নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

০৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বান্দরবান সদর/রোয়াংছড়ি/রুমা/থানচি/লামা/আলীকদম/নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

০৮। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বান্দরবান সদর/রোয়াংছড়ি/রুমা/থানচি/লামা/আলীকদম/নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

০৯। উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বান্দরবান সদর/রোয়াংছড়ি/রুমা/থানচি/লামা/আলীকদম/নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

১০। সংশ্লিষ্ট নথি/ নোটিশ বোর্ড (প্রশাসনিক ভবন/ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)।

২৯.০৪.২০২১

(মং নু চিং)
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
২৯/৪/২০২১

বীরপুরুষ

--- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পাল্‌কিতে মা, চ'ড়ে
দর্‌জা দুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার প'রে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।

সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধূ ধূ করে যে দিক-পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন-মনে তাই
ভয় পেয়েছ - ভাবছ 'এলেম কোথা।'
আমি বলছি, 'ভয় কোরো না মা গো,
ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।'

চোরকাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরু বাছুর নেইকো কোনোখানে
সন্ধে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে,
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে ---
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
'দিঘির ধারে ওই-যে কিসের আলো?'

এমন সময় 'হাঁরে রে রে রে রে'
ওই-যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে!
তুমি ভয়ে পাল্‌কিতে এক কোণে
ঠাকুর-দেবতা স্মরণ করছো মনে ---
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পাল্‌কি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
'আমি আছি, ভয় কেন, মা, করো!'

হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল ---
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, ‘দাঁড়া খবরদার,
এক পা কাছে আসিস যদি আর
এই চেয়ে দেখ্ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।’
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল ‘হাঁরে রে রে রে রে।’

তুমি বললে, ‘যাস নে খোকা ওরে!’
আমি বলি, ‘দেখো-না চুপ করে।’
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।

এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক’রে
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, ‘লড়াই গেছে থেমে।’
তুমি শুনে পাল্‌কি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে।
বলছ, ‘ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল,
কী দুর্দশাই হত তা না হলে!’

রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা ---
এমন কেন সত্যি হয় না আহা?
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে ---
দাদা বলত, ‘কেমন করে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে।’
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
‘ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।’

আষাঢ়

--- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর
আউশের ক্ষেত জলে ভরভর,
কালি-মাখা মেঘে ও পারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন, ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি,
রাখালবালক কী জানি কোথায় সারা দিন আজি খেয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।

শোনো শোনো ওই পারে যাবে বলে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছলছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।

ওগো, আজ তোরা যাস নে গো, তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর নাহি রে।
ঝরঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন পথপাশে দেখ্ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

--- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায় ---
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার।
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন!
ভাঙ্ রে হৃদয়, ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের 'পরে আঘাত কর্।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর!

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরান ঢালি।

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে --- প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ ---
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে, চারি দিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর ---
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর।